দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 19 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি এইচএম এরশাদ

ছাত্র বিশৃংখলা বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে মহাজোট সরকারের বদনাম হবে

স্টাফ রিপোর্টার

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সৃষ্ট ছাত্র বিশৃংখলা নিরসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি দেয়া উচিত– এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র বিশৃংখলা ও হল দখল চলছে। ছাত্রদের হল দখল কালচার বন্ধের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। আমি নিশ্চিত, প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টি দেবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশৃংখলা দূর

পৃঃ ১১ কঃ ৪

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি এইচএম এরশাদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করবেন। তা না হলে মহাজোট সরকারের বদনাম হবে। গতকাল এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, জাতীয় পার্টির শাসনামলে ডাকসু নির্বাচন হয়েছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, তারপর আর নির্বাচন হয়নি। আমি আশা করি নির্বাচিত সরকারের শাসনামলে ডাকসুসহ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিকেলে এইচএম এরশাদ ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসনের বিভিন্ন এলাকায় সফর এবং গণসংযোগ করেন। মানিকদি, বালুঘাট, [illegible], মাটিকাটা বাজারে তিনি গণসংযোগ করেন এবং মানুষের খোঁজখবর নেন। এরশাদকে কাছে পেয়ে হাজার হাজার মানুষ তাকে একনজর দেখার জন্য রাস্তায় নেমে আসেন। পুরবধূদের অনেকেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে এবং বাড়ির ছাদে উঠে এরশাদকে একনজর দেখার চেষ্টা করেন। এরশাদ হাত নেড়ে তাদের অভিবাদন জানান। অনেকেই বাড়ির ছাদ থেকে ফুল ছিটিয়ে এরশাদকে অভিনন্দিত করেন। হাজার হাজার মানুষ দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ। তিনি বিভিন্ন বাসায় যান এবং মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। ভোটের সময় বেশি সময় দিতে না পারায় অনেকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। মহাখালী থেকে মাটিকাটা বাজার যাওয়ার পথে ২/৩ কিলোমিটার পথ পার হতে প্রায় দুই ঘণ্টা লেগে যায়। এরশাদ মানিকদি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ে উঠেন এবং সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। অতঃপর তিনি মাটিকাটায় গণসংবর্ধনায় উপস্থিত হন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন খান।

এইচএম এরশাদ বলেন, আমি এক সময় দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। সে সময় দেশের উন্নয়ন করেছি। মানুষ সে সবের মূল্যায়ন করবে। তবে প্রেসিডেন্ট থাকার সময় মানুষের কাছ থেকে যে সম্মান পেয়েছি এখন তার চেয়েও বেশি সম্মান পাচ্ছি। সময়ের অভাবে ভোটের সময় যাদের কাছে যেতে পারিনি তারাও আমাকে ভালবেসে ভোট দিয়েছে। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট থাকার সময় মানুষের কাছাকাছি যেতে পারিনি। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর এখন মানুষের কাছাকাছি থাকি। মানুষ আমাকে গ্রহণ করেছে; আপন করে নিয়েছেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার দূরত্ব কমে এসেছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। ইচ্ছা ছিল প্রেসিডেন্ট হয়ে রাজনীতি থেকে বিদায় নেব। আমাকে প্রেসিডেন্ট করার কথাও ছিল। এসব নিয়ে আমি বেশিকিছু বলতে চাই না। তবে মহাজোটের এখনো ৫ বছর মেয়াদ রয়েছে। এই ৫ বছর মেয়াদে অনেকগুলো ছয় মাস আসবে। কাজেই আগ বাড়িয়ে কথা না বলাই শ্রেয়। এরশাদ বলেন, মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর দেশে পণ্যের দাম কমতে শুরু করেছে। ... নিয়েছি। ... চাল, ডাল, ... নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য কমাতে ...

করবেন। তারা যদি ঠিকমত ... আরো করবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভেবে-চিন্তে সর্বশেষ করেছেন। সরকারের যাতে কোনো সমালোচনা না হয় সে জন্য ক্লিন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। আগামীতে হয়তো তিনি জাতীয় পার্টি থেকে মন্ত্রিসভার সদস্য আরো বাড়াবেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কাকে মন্ত্রী করবেন আর কাকে মন্ত্রী করবেন না সেটা প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব ব্যাপার। আমার ভাই জিএম কাদের মন্ত্রী হয়েছেন। তিনি কখনো আনোয়ার হোসেন মঞ্জু হবেন না; জাতীয় পার্টির ক্ষতি করবেন না। ভাইয়ের প্রতি এ বিশ্বাস আমার শতভাগ রয়েছে। তিনি বলেন, মহাজোটে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা আমাকে সম্মান দিয়েছে, এখনো দিচ্ছে। কখনো কখনো মনে হয় নিজের দলের চেয়েও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আমাকে বেশিই ভালবাসা দিয়েছেন। ঢাকা-১৭ আসনের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানানো হলে এরশাদ সেগুলো যথাসময়ে করার আশ্বাস দিয়ে বলেন, এলাকার ম্যাপ দেখে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, ব্যাংক স্থাপন, স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। তিনি বলেন, আমি স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, আমার নির্বাচনী এলাকায় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্বের যুগের অবসান হবে। স্থানীয় সংসদ সদস্য হিসেবে আমি এগুলোর উচ্ছেদ করবোই। এরশাদ বলেন, যারা মহাজোটকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছেন তাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব রয়েছে। তিনি সেটা অবশ্যই পালন করবেন। অতীতের মতো সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাস্তানি, দখলদারিত্ব হবে না। আমরা আর অতীতের নৈরাজ্যকর রাজনীতিতে ফিরে যেতে চাই না।